Problem of Birth Certificate At Correctional Home Resolved through DLSA...

Smt. Manju Dolai, an Under Trial Prisoners at Jhargram Special Correctional Home, contacted PLV Arup Kumar Pal, deputed at Jhargram Special Correctional Home and stated that she was unable to make the birth certificate of her daughter as she had given birth of her daughter after she was restrained at Jhargram Special Correctional Home and she did not have any documents of her own.

Upon receiving the matter, PLV Arup Kumar Pal, took the matter into the notice of the secretary, DLSA, Jhargram. Noticing the depth of the matter, the secretary, DLSA, Jhargram directed PLV Arup Kumar Pal to find the necessary documents and go through the necessary processes. After attaining the necessary paperwork, the Secretary, DLSA, Jhargram requested the Medical Superintendent cum Vice Principal, Jhargram Medical College and Hospital to do the necessary to issue the birth certificate.

On 09.01.2024, the Secretary, DLSA, Jhargram, handed over the birth certificate of the daughter in presence of the Superintendent of Jhargram Special Correctional Home. Thus an Under Trial Prisoner is assisted in attaining her right through the active intervention of DLSA, Jhargram.

The nes is well published via print and electronic media.

জেলেই জন্ম, মিলল বার্থ সার্টিফিকেট

এই সময়, ঝাড়গ্রাম: সংশোধনাগারে জন্ম দেওয়া শিশুকন্যার বার্থ সার্টিফিকেট তৈরি করতে সমস্যায় পড়েছিলেন মা। ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সাহায্যে সেই সমস্যার সমাধান হলো মঙ্গলবার। শিশুকন্যার জন্মদিনে। স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী, হাসপাতালে জন্ম দেওয়া শিশুর বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য মায়ের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা রেশন কার্ড প্রয়োজন। ওটিপির জন্য দরকার একটি মোবাইল নম্বর। কিন্তু মহিলা জেলবন্দি থাকায় তাঁর কাছে কোনও ডকুমেন্ট বা মোবাইল ছিল না। ফলে বাচ্চার জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি করতে সমস্যায় পড়েন মহিলা।

ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিবকে সমস্যার কথা জানালে বিচারক সুক্তি সরকার প্যারা লিগাল ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে জেলবন্দি মহিলার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে বলেন। সমস্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করার পরে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজের সুপারকে ওই কন্যাসন্তানের জন্ম সার্টিফিকেট তৈরির নির্দেশ দেন বিচারক। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম বিশেষ সংশোধনাগারের সুপার রাজেশকুমার মণ্ডলের হাতে শিশুকন্যার জন্ম সার্টিফিকেট তুলে দেন ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সুক্তি সরকার। তিনি বলেন, 'এর জন্মদিনে বার্থ সার্টিফিকেট তুলে দিতে পেরে আমরা খুশি।' খুনের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ২০২২ সালের ১ জুন থেকে জেলবন্দি রয়েছেন ওই মহিলা। ২০২৩ সালের ৯ জানুয়ারি এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন তিনি।

সংশোধনাগারে শিশু, বছর পর মিলল শংসাপত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঝাড়গ্রাম

বিচারাধীন মহিলা বন্দি কন্যা সন্তান প্রসব করেছিলেন সংশোধনাগারে। সেই শিশুর জন্ম শংসাপত্র (বার্থ সার্টিফিকেট) তৈরি করা যাচ্ছিল না। এক বছর পরে মিলল জন্ম শংসাপত্র। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম বিশেষ সংশোধনাগারের সুপার রাজেশকুমার মণ্ডলের হাতে ওই শিশুর জন্ম শংসাপত্র তুলে দেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক সুক্তি সরকার। এদিন ওই শিশুর জন্মদিন ছিল। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মধুরিমা মণ্ডল, ঝাড়গ্রাম আদালতের সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন শ্রুতি সিংহ। বিচারকরা শিশুটির হাতে শীতের পোশাকও তুলে দেন।

৯ নভেম্বর ঝাড়গ্রাম বিশেষ সংশোধনাগারের সুপারের মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সুক্তি সরকারকে বিষয়টি লিখিত আকারে জানায় ওই মহিলা। তারপরে ঝাড়গ্রাম বিশেষ সংশোধনাগারের দায়িত্বে থাকা প্যারা লিগাল ভলান্টিয়ার জেলবন্দি মহিলার প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন। তারপর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সেগুলো ঝাড়গ্রাম মেডিক্যালের সুপারের কাছে পাঠান। এরপরে ওই হাসপাতাল থেকে জন্ম শংসাপত্র তৈরি করে আদালতকে দেওয়া হয়। বিচারক সুক্তি সরকার বলেন, "ঝাড়গ্রাম বিশেষ সংশোধনাগারের বন্দি থাকাকালীন এক মহিলা বন্দি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। বন্দি থাকার জন্য আধার, ভোটার বা রেশন কার্ডের প্রতিলিপি এবং মোবাইল না থাকায় জন্ম শংসাপত্র তৈরি করতে সমস্যা হচ্ছিল। বিষয়টি জেল সুপারের মাধ্যমে আমাদের লিখিত ভাবে জানান ওই মহিলা। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়ার পরে হাসপাতাল থেকে শিশুকন্যার জন্ম শংসাপত্র আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।"

জামবনি ব্লকের এক মহিলা ও তার স্বামী ঝাড়গ্রাম থানার একটি খুনের মামলায় গ্রেফতার হয়ে ২০২২ সালের ১ জুন থেকে ঝাড়গ্রাম বিশেষ সংশোধনাগারে রয়েছে। সংশোধনাগারে বন্দি হওয়ার আগের থেকেই গর্ভবতী ছিল সে। ২০২৩ সালের ৯ জানুয়ারি ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কন্যা সন্তান প্রসব করে ওই মহিলা। মায়ের সঙ্গেই রয়েছে সে।স্বাস্থ্য দফতরের নিয়ম অনুযায়ী, হাসপাতালে কোনও শিশুর জন্মের পরে তার জন্ম শংসাপত্রের জন্য মায়ের পরিচয়পত্র প্রয়োজন। এছাড়া প্রয়োজন মোবাইল নম্বর। ওই মহিলা সংশোধনাগারে বন্দি থাকায় নিজের আধার, ভোটার বা রেশন কার্ডের প্রতিলিপি ছিল না তার কাছে। মোবাইলও নেই। ফলে ওই শিশুর জন্ম শংসাপত্র তৈরি করা যায়নি।

প্রথম জন্মদিনে বার্থ সার্টিফিকেট পেল জেলবন্দি মায়ের এক বছরের শিশুকন্যা

স্বপ্নিল মজুমদার (ঝাড়গ্রাম), ৯ জানুয়ারি : প্রথম বছরের জন্মদিনে নিজের পরিচয়ের শংসাপত্র পেল মায়ের সঙ্গে জেলবন্দি ছোট্ট শিশু কন্যা। জন্মের পর মায়ের সঙ্গে ঝাড়গ্রাম সংশোধনাগারে রয়েছে শিশুটি। ২০২২ সালের ১ জুন থেকে শিশুটির মা একটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে জেলবন্দি রয়েছেন। গ্রেফতার হওয়া সময় তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ২০২৩ সালের ৯ জানুয়ারি ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শিশু কন্যা প্রসব করেন ওই বন্দিনী। তারপর থেকে সংশোধনাগারে মায়ের সঙ্গেই রয়েছে শিশুটি। কিন্তু মা জেলবন্দি থাকার কারনে কন্যা সন্তানের জন্মের শংসাপত্র তৈরি করা যাচ্ছিল না। শংসাপত্রের জন্য মায়ের আধার বা ভোটার কার্ড এবং মোবাইল ফোনের নম্বর প্রয়োজন। মহিলাটি জেলবন্দী থাকার কারনে সে গুলি পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। বিষয়টি গত ৯ নভেম্বর লিখিত আকারে জেল সুপারের মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিবের

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ওই বন্দিনী। এরপরই জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব হাসপাতালের সুপারকে শিশু কন্যাটির জন্ম সার্টিফিকেট তৈরির নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম বিশেষ সংশোধনাগারের সুপার রাজেশ কুমার মণ্ডলের হাতে শিশুটির জন্ম সার্টিফিকেট তুলে দেন ঝাড়গ্রাম আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিত তথা বিচারক সুক্তি সরকার। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মধুরিমা মণ্ডল, ঝাড়গ্রাম আদালতের দেওয়ানি বিচারক (জুনিয়র ডিভিশন) শ্রুতি সিংহ। বিচারকরা শিশুটির হাতে শীতের পোশাকও তুলে দেন।

https://fb.watch/ps_7O6qCFA/?mibextid=RtaFA8 **News published in EI SAMAY, ANANDABAZAAR PATRIKA & JHARGRAM NEWSFLASH PATRIKA ON 10.01.2024**